কালবেলা

মৌলিক গবেষণায় বৃত্তি পেলেন ঢাবির ৭ জন

ঢাবি প্রতিনিধি »

মৌলিক গবেষণায় অসাধারণ অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইতিহাস বিভাগের ৭ গবেষককে 'মির্জা বানু অ্যান্ড সিরাজুল ইসলাম এন্ডাউমেন্ট ফান্ড' বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গবেষকদের হাতে এই বৃত্তির চেক তুলে দেন।

বৃত্তিপ্রাপ্ত চারজন হলেন পিএইচডি গবেষক। তারা হলেন তপন কুমার পালিত, এএসএম মোহসীন, বাদিজা খাতুন ও শহিদুল হাসান। অন্য তিনজন এমফিল গবেষক। তারা হলেন ইদ্রিস আলী, লাবনী ইসলাম চুমকী ও সুরাইয়া আক্তার। ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিয়ন স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিসটিংগুইশড প্রফেসর ড. আলী রীয়াজ অনুষ্ঠানে 'স্বৈরশাসকদের উত্থানের পথরেখা' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। অধ্যাপক ড. এম সিরাজুল ইসলামসহ বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম ও প্রয়াত মির্জা বানুর মেয়ে এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আশা ইসলাম নাঈম অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

স্মারক বক্তৃতায় অধ্যাপক আলী রীয়াজ বিভিন্ন তত্ত্ব, দার্শনিকদের মতামত এবং গবেষণার ভিত্তিতে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার স্বরূপ এবং স্বৈরাচারী শাসকদের উত্থান প্রক্রিয়ার বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের নাগরিকরা যখন আগামীতে আর স্বৈরশাসক দেখতে চান না বলে সংকল্পবদ্ধ, সেই সময়ে স্বৈরশাসক কীভাবে তৈরি হয়, কীভাবে তৈরি হয়েছিল, সেই প্রেক্ষাপট এবং পথরেখা বোঝা দরকার। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই সেই কৌশল তৈরি করতে হবে। সেই শিক্ষা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তৈরি করা।'

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

DU in Media

21 November 2024

The New Age

Reforms without behavioural changes unsustainable: seminar

Staff Correspondent

ACADEMICS of public administration discipline expressed their concerns over the implementation and sustainability of the state reform procedures without citizens' behavioural change.

Addressing a seminar on reform of public administration, hosted by the Department of Public Administration at Dhaka University, they said that the structural reforms should have been followed by a post-uprising cultural reform in Bangladesh.

'Amid huge talks about reform, there is no discussion on which economic approach Bangladesh should follow now and which values should be incorporated in the state operating system for an 'anti-discriminatory' society. I am worried,' said Professor Aka Firowz Ahmad, member of the public administration reform commission.

Firowz, also chairman of the department of public administration at Stamford University Bangladesh, added that he expected a reform commission on education system also.

The discussion began with a keynote presentation by Professor Ferdous Arfina Osman. She recommended several steps, including behavioural change of the civil service officials, for a pro-citizen public administration.

Discussing the keynotes, Professor Syeda Lasna Kabir emphasised the implementation of the reform proposals for a fascism-free future of Bangladesh.

Student representative Shakibul Bashar demanded that the civil service officials must leave elitism while attending the service seekers.

'The post-uprising Bangladesh needs a citizen-empowered bureaucracy,' said Mehedi, another student representative.

Professor Naznin Islam, chairman of the DU public administration department, presided over the programme.

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লোক প্রশাসন বিভাগের উদ্যোগে 'জনপ্রশাসন সংস্কার এবং আমাদের ভাবনা' শীর্ষক এক সেমিনার বুধবার মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন -বর্তমান

'জনপ্রশাসন সংস্কার ও আমাদের ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লোক প্রশাসন বিভাগের উদ্যোগে 'জনপ্রশাসন সংস্কার এবং আমাদের ভাবনা' শীর্ষক এক সেমিনার বুধবার মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. আকা ফিরোজ আহমদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ ও এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ঢাবিতে আওয়ামী লীগ-জাতীয়

দিয়ে উপদেষ্টা হয়েছেন। আপনারা ঠিকঠাকভাবে কাজ করুন, আপনাদের অন্তর্বর্তী সরকারকে সফল করতে আমরা আবারও জীবন দিতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, এখনো যারা চাচ্ছেন আওয়ামী লীগ ফিরে আসুক তারা আসলে কি চান এটা বের করতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা যদি মনে করেন আওয়ামী লীগকে ফিরিয়ে আনবেন তাহলে একটা গণভোটের আয়োজন করেন। দেখেন মানুষ কি চায়। আরও একটি বিষয় করেন, যারা আওয়ামী লীগকে ফিরিয়ে আনতে চায় তাদেরও দেশের মানুষ চায় কী না সেটার বিষয়েও মানুষের কাছে জানতে চান। এই দেশের মানুষ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ ফ্যাসিবাদের দোসরদের এই বাংলার মাটিতে আর দেখতে চায় না। সমাবেশে ছাত্র নেতা জিয়াউর রহমান জিয়া বলেন, 'আমরা নতুন বাংলাদেশের একশ' দিন পার করছি। আমরা দেখছি ফ্যাসিবাদীরা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, মন্ত্রণালয়ে তারা ঘোরা-ফেরা করছে, উপদেষ্টা পরিষদে অংশগ্রহণ করছে। আমরা তাদের প্রতিহত করবো। আমরা নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের শপথ নিয়েছি। সে ধারা অব্যহত রাখতে হবে। সমাবেশ শেষে টিএসসি থেকে কফিন মিছিল বের করে ছাত্র-জনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এ সময় তারা 'ফ্যাসিবাদের পতনে, ভয় করি না মরণে;' 'ফ্যাসিবাদের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না; আওয়ামী লীগের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না;' 'আবু সাইদ-মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।

ভোরের ডাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহে ওয়াইফাই ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে এবং বিটিসিএল-এর কারিগরি সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলসমূহে শিক্ষার্থীদের কক্ষে মানসম্মত ওয়াইফাই ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে অমর একুশে হল, কবি জসীম উদ্‌দীন হল এবং

স্যার এ এফ রহমান হলের শিক্ষার্থীদের কক্ষে এই ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আবাসিক শিক্ষার্থীরা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এই সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। পর্যায়ক্রমে সকল আবাসিক হলকে এই ওয়াইফাই ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা হবে। এ সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী গতকাল বুধবার কবি জসীম উদ্‌দীন হল পরিদর্শন করেন এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। এসময় শিক্ষার্থীরা সংযোগ সংক্রান্ত কিছু অভিযোগ করলে কোষাধ্যক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে বিটিসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেন। বিটিসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইন্টারনেট সংযোগ সংক্রান্ত সকল সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

-খবর বিজ্ঞপ্তি